প্রবাস জীবন : আরও কিছু কথা

জামিল হাসান সুজন

সেদিন একটি টেলিফোন এসেছে- কানাডা থেকে- আমার স্ত্রীর বড় বোন করেছেন, প্রায়ই করেন- দুই বোনে মিলে ঘন্টার পর ঘন্টা সুখ দুঃখের আলাপ হয়। সেদিন ফোন ধরেছে আমার দশ বছরের কন্যা। কুশল বিনিময়ের পর নিম্নোক্ত কথোপকথন-

'এই তোমার আব্বু কই?'

'আব্বু একটু বাইরে গেছে'

'বাইরে কোথায়?'

'পেপার দিতে'

'পেপার দিতে মানে?' অপর প্রান্ত থেকে বিস্ময় ও বিরক্তি ঝরে পড়ে, 'তোমার আম্মুকে দাও।'

এর পর আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার বড় বোনের দীর্ঘক্ষণ বাক্যালাপ এবং বিশেষ অনুরোধ- দরকার হলে তোর জামাই বাসায় বসে থাকবে তবু কখনও যেন না শুনি এ সব ছোটলোকী কাজ করছে।

আমি বড় আপার এই মনোভাব ও আমার প্রতি তার সহানিভূতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে হকারের কথা মনে হলেই যে চিত্রটি ভেসে উঠে তা এ রকম - অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণীর লুঙ্গি পড়া একজন লোক সাইকেল চালিয়ে মানুষের বাসায় বাসায় সংবাদপত্র বিতরণ করছে। মূল বিষয়টি সংবাদ পত্র বিতরণ হলেও এখানকার দৃশ্যটি একটু অন্যরকম। গাড়িতে পেপার নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় গিয়ে হেঁটে হেঁটে তা বিতরণ করতে হয়। গাড়ির কথা শুনলে বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা আশ্বস্ত হবেন , ততটা অসম্মানজনক কাজ নয় বোধ হয়। আর এখানে উল্লেখ্য যে, নিজের গাড়ি না থাকলে এই কাজটি পাওয়া যায়না । এটা কোন ফুল টাইম কাজ না, সপ্তাহে একদিন অথবা দুদিন করতে হয় আর পত্রিকাগুলি সাপ্তাহিক ও ফ্রি বিতরণ করা হয় আর এ কাজের পারিশ্রমিকও খুব অল্প। ফ্রি পত্রিকার কথা শুনে খুশি হওয়ার কিছু নেই, এ দেশে প্রতিদিন এত ফ্রি পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, ব্রশিয়ার পাওয়া যায় যে মানুষজন কাগজের অত্যাচারে মোটামুটি অতিষ্ঠ, আর কাগজের বিনে এই সব স্তূপ ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় মানুষ।

পেপার বিলি প্রসঙ্গে ঢাকার একটি বাংলা সিনেমার কথা মনে পড়ছে। নায়কের বড়ভাই একজন হকার। কষ্ট করে ছোট ভাইকে মানুষ করছেন। নায়ক যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া অল রাউন্ডার তেজী

যুবক। বড়ভাই ছোট কাজ করে বলে তার কোন দূঃখ নেই, বরদ্র এর জন্য সে গর্ব বোধ করে। একদিন বড় ভাই অসুস্থ বিধায় কাজে যেতে পারেনি, ছোট ভাই 'কুচ্ পরোয়া নেহি' মনোভাব নিয়ে ভাইয়ের নিষেধ সত্বেও বেরিয়ে পড়ে এবং সাইকেল চালিয়ে গান গাইতে গাইতে পেপার বিলি করতে থাকে। গানের প্রথম কয়েকটি কলি নিম্নরুপঃ 'রোজ সকালে দুয়ার খুলে মুখ দেখেন যার, সে আসলে বেকার, আমি সেই সে হকার, চাই পেপার- -।'

নায়িকা ধনীর দুলালী ষোড়শী রুপসী তরুণী দোতলার ব্যালকনীতে দোলনায় বসে আয়েস করে মর্ণিং টি পান করছিল। নায়কের ছুঁড়ে দেয়া পেপারটি লাগলো গিয়ে একবারে নায়িকার চায়ের কাপে। চা ছলকে পড়ে নায়িকার কাপড় নষ্ট এবং বিষম হুঙ্কার, এত বড় দুঃসাহস কোন্ ছোট লোকের!
এর পরের প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। পাঠক মাত্রই অনুমান করতে পারছেন পরবর্তী পর্যায়ে কিরুপ পরিণতির দিকে গল্প যথারীতি এগিয়ে যাবে।

আমি এক অধম হকার, কোন দিন পেপার দিতে গিয়ে এরুপ সুন্দরী তরুণীর সাক্ষাত পাইনি, বরদ্র প্রায়শই দেখা মিলেছে ভয়াল দর্শন কুকুরের সঙ্গে যাদের গগন বিদারী গর্জনে আমার পিলে চমকে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার উপক্রম হয়। আর দেখা হয় কিছু বুড়ো বুড়ির সঙ্গে, যাদের হাতে অফুরন্ত অঢেল সময়, তারা পত্রিকাটি হাতে পেয়ে খুব খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানায়(অবশ্য এখানে ধন্যবাদ দেওয়াটা মুড়ি মুড়কির মত ব্যাপার, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এর যথেচ্ছ ব্যবহার), আমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে আর আমার কাজের প্রশংসা করে বলে, 'খুব ভাল কাজ করছো, স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভাল।'

দেশে অনেক বড় পদে নিয়োজিত ভদ্রলোককে এখানে মনের আনন্দে এইসব অড্ যব করতে দেখেছি। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোককে জানি যিনি বাংলাদেশে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাক্‌রী করতেন, তিনি এখানে ট্যাক্সী ক্যাব চালান । এই নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে অন্য অনেকের মত দীনতা বা কুণ্ঠাবোধ নেই। প্রতিদিন যাত্রীদের নিয়ে ঘটে যাওয়া অনেক মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন এবং ক্যাব চালকের ইউনিফর্ম পরেই মানুষের বাসায় বেড়াতে যেতে ও দাওয়াত খেতে একটুও লজ্জা বোধ করেন না।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। এই বছরের শেষের দিকে দেশে যাব। এই প্রবাসে আসার পর প্রথম দেশে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে বিশাল উত্তেজনা। এ দেশের লোকেরা হলি ডে কাটায় দেশ বিদেশ ভ্রমণ ক'রে। আর আমাদের বাপারটি একবারেই আলাদা- ইমোশনাল অনেক বিষয় জড়িয়ে থাকে। দীর্ঘ ব্যবধানে অসুস্থ মা বাবা এবং

আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করাই থাকে মূল উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসা একটি ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে। বয়স ১৮/১৯ হবে। চোখে বিষাদের ছায়া। মা বাবার জন্য মন কাঁদে। ক্লাশ, পার্ট টাইম হোটেলে কাজ, বিশাল অংকের টিউশন ফি দেওয়ার টেনশন- সব মিলিয়ে খুব খারাপ অবস্থা। আমার সাথে দেখা হলেই বলে, 'এখানে আসাটা আমার জীবনের বিরাট একটা ভুল সিদ্ধান্ত।' আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি,' এসেই যখন পড়েছ তখন অন্য সবার মত এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ কর, তোমার সামনে সোনালী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।' সে আমার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে বলে মনে হয়না। চোখ ছল ছল করে, মনে মনে ভাবে এই শৃংখলিত জীবন ছেড়ে কতকাল পরে মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারবে কে জানে!

জামিল হাসান সুজন, সিডনী (ক্যাম্পসি), ০৯/০৯/২০০৬, Email # zamilhasan@yahoo.com

লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন